শ্রমিক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এপ্রিল ২০১৫ ● দ্বিতীয় বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা

রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের জন্য চালু হয়েছে আকর্ষণীয় স্বনিযুক্তি প্রকল্প **গতিধারা**

খবর প্রথম পাতায়

খবর প্রথম পাতায়

খবর প্রথম পাতায়

খবর দুইয়ের পাতায়

খবর তিনের পাতায়

খবর তিনের পাতায়

খবর তিনের পাতায়

খবর চারের পাতায়

খবর চারের পাতায়

কলকাতায় 'শ্রমিক মেলা'র শুভ সূচনায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুরক্ষা প্রকল্পে সুবিধা প্রদানের পদ্ধতি আরো সরল করার ভাবনা

অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্বন্ধে সচেতন করতে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রম দপ্তরকে জেলায় জেলায় 'শ্রমিক মেলা' করার পরামর্শ দিলেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মিলন মেলা প্রাঙ্গনে কলকাতা জেলার তিনদিন ব্যাপী 'শ্রমিক মেলা'র উদ্বোধন করে তিনি বলেন যে রাজ্যে ঊনপঞ্চাশ ধরনের জীবিকার সাথে যুক্ত আছে সমাজে পিছিয়ে থাকা অসংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়। 'সামাজিক বন্ধু' হিসাবে তাঁদেরকে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি কাজ করেন। তাঁদের জন্যই সমাজ চলে, জগৎ চলে, আমরা চলি। তাঁদের জন্য অনেক প্রকল্প আছে ঠিকই কিন্তু অনেকেই সেই সব প্রকল্পের কথা বিশদভাবে জানেন না। তাই জেলা স্তরে, সম্ভব হলে মহকুমা স্তরে শ্রমিক মেলার মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে। এ ছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরকে এই বিষয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে এই সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন এবং সেজন্য ভবিষ্যতে তিনি এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করবেন।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মাননীয় সাংসদ শ্রী সুব্রত বক্সি, মাননীয় মহানাগরিক শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক মাননীয় শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। মাননীয় শ্রম সচিব শ্রী অমল রায় চৌধুরী জানালেন যে চলতি আর্থিক বছরে সাড়ে ১৩ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ৩৭৯ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে যেখানে দশ বছর আগে খরচ হয়েছিল মাত্র ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ (শ্রম আইন এবং ন্যূনতম মজুরি) শ্রীমতী সুমিতা মুখোপাধ্যায় তথ্য সহযোগে জানালেন যে এই মেলায় কলকাতা জেলায় নথিভুক্ত ৭৯৮৩ জন শ্রমিকের জন্য আর্থিক সহায়তা বাবদ ২,৫২,৪৬,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩৯০০ জন এবং হাওড়া, হুগলী, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলার একশ জন করে নথিভুক্ত শ্রমিকদেরও এই অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত হল পাট শিল্পের শ্রমিকদের ঐতিহাসিক বেতন চুক্তি

গত ২রা এপ্রিল, ২০১৫ কলকাতায় মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের উপস্থিতিতে পাট শিল্পের ২২টি শ্রমিক সংগঠন, ৫৯টি চটকল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং সরকার পক্ষের মধ্যে পাট শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ত্রিপাক্ষিক বেতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যের ছোট বড় ৮৪টি চটকলের ক্ষেত্রেই এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে।

এই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে যাঁরা চটকল শ্রমিক আছেন তাঁদের ন্যূনতম মজুরি বা বেসিক ওয়েজ বাড়বে ২৬ টাকা। তাঁরা প্রথামত প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতাও পাবেন। নব নিযুক্ত বা নিউ এন্ট্র্যান্টদের জন্য ১৫৭ টাকার দৈনিক মজুরি বেড়ে হবে ২৫৭ টাকা। এছাড়া এতদিন যে 'ওয়েজ কাট' চুক্তি চালু ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে অর্থাৎ উৎপাদন ভিত্তিক মজুরির হাত থেকে অবশেষে রেহাই পেলেন শ্রমিকরা। এই বৈঠকে পাঁচ হাজার জন স্পেশাল বদলি শ্রমিককে স্থায়ী করার ও পাঁচ হাজার জন সাধারণ বদলি শ্রমিকদেরকে স্পেশাল বদলি শ্রমিকের পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চটকল কর্তৃপক্ষ কিস্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রাপ্য বিভিন্ন প্রকার বকেয়া এক বছরের মধ্যে মিটিয়ে দেবেন।

মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মন্তব্য করেন যে এটি আদতে একটি ঐতিহাসিক বৈঠক কারণ সব শ্রমিক সংগঠন এবং মালিকপক্ষ সহমত হয়ে চুক্তি সই করছে এমন ঘটনা বিরল। পাট শিল্পের মলিন চিত্রকে বদলে দিয়ে এই চুক্তি আগামী দিনে নতুন দিশা দেখাবে। শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে চটকলের সমস্যা নিয়মিত খতিয়ে দেখতে এক বিশেষ ত্রিপাক্ষিক কমিটি গড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। এই উদ্দেশ্যে চটকল শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষকে নিয়ে শ্রম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক শীঘ্রই বৈঠক করবেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুয়িটি, ই এস আই সংক্রান্ত চটকলের সমস্যাগুলির সমাধান করাই হবে এই কমিটির মূল কাজ।

নির্ধারিত হল চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি চা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠনের ঘোষণা

উত্তরবঙ্গের প্রায় চারশো পঞ্চাশটি চা বাগানে কর্মরত সাত লক্ষের কাছাকাছি শ্রমিকের দৈনিক মজুরির হার নির্ধারণের জন্য গত ২০.০২.২০১৫ শিলিগুড়িতে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক ও মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী দু বছরের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮ এর ভিত্তিতে চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হবে এই আশ্বাসে চা বাগানের শ্রমিকরা এই অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য প্রযোজ্য বর্ধিত মজুরি বিন্যাসে সম্মতি দিয়েছেন। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী জানান যে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ন্যূনতম মজুরি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে যার সদস্যরা হলেন বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের আধিকারিক, পাঁচটি চা বাগান মালিক সংগঠন এবং চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিগণ। এই কমিটি দুবছরের জন্য কার্যকর থেকে তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন।

এই সংশোধিত মজুরি ১.১.২০১৪ থেকে কার্যকর হয়ে সমতলের ক্ষেত্রে প্রথম বছর ১৭.৫০ টাকা ও পরবর্তী দু বছরে ১০ টাকা হারে এবং পাহাড়ের ক্ষেত্রে প্রথম বছর ২২.৫০ টাকা ও পরবর্তী দু বছরে ১০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ চা শ্রমিকরা বর্তমানে ১১২.৫০ টাকা দৈনিক মজুরি পাবেন যা ২০১৬ সালে ১৩২.৫০ টাকা হবে। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান অপরিবর্তিত থাকবে। ন্যূনতম মজুরি কার্যকর হলে বর্তমান চুক্তি বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত ২৬.০২.২০১৫ বিধানসভায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী চা বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একশো কোটি টাকার একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের ঘোষণা করেন। এই তহবিল থেকে শিশুদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ বৃত্তি, শ্রমিকদের বিকল্প কোন কর্মক্ষেত্রে যোগদানের উপযোগী করে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রমিকদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের সংস্থান থাকবে।

সম্পাদকীয়
নারীর ক্ষমতায়ন এবং শ্রম আইন

নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিভিন্ন সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রম আইনে নানাবিধ সংস্থান রয়েছে। মহিলাদের কিছু শারীরিক সীমাবদ্ধতা এবং ভারতীয় সমাজ জীবনে এখনো তাঁদের পূর্ণ ভাবে স্বয়ম্ভর না হওয়ার জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই তাঁরা নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি যদিও বহু অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁরা জীবনকে গ্রহণ করেছেন তারই শর্তে। শহরের মেয়েরা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু যাঁরা দরিদ্র, যাঁরা গ্রামে গঞ্জে থাকেন তাঁদের দেখে যেন মনে হয় তাঁরা আজও বড় অসহায়, বড় পরমুখাপেক্ষী। জাতির অগ্রগতি এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকার কোন সমান্তরাল না থাকায় দেশের সংবিধান এবং আইন ব্যবস্থা তাঁদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুবিধা এবং সংরক্ষণের পক্ষে সায় দিয়েছে।

সকল দেশের ক্ষেত্রেই সামাজিক বিবর্তনের ধারা সদা বহমান কারণ পরিবর্তনই জগতের অপরিবর্তিত নিয়ম। তাই ভারতীয় আইন এবং বিচার ব্যবস্থার সময়োপযোগী ভূমিকা ও সহায়তায় আজকের তুলনায় আগামীদিনে ভারতীয় মহিলাদের মর্যাদা আরও প্রতিষ্ঠিত হোক, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি লাভ করুক, তাঁদের স্ব-ক্ষমতা অর্জিত হোক। শ্রম আইনের আদর্শ রূপায়ণের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ প্রদান এবং কর্মক্ষেত্র ও সমাজ জীবনে তাঁদের সমানাধিকার রক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দপ্তর প্রচেষ্টা রত আছে। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের নানা প্রান্তে মহিলাদের জন্য সচেতনতা শিবির ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার প্রতিবেদন এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

রাজ্য সরকার চালু করল আকর্ষণীয় স্বনিযুক্তি প্রকল্প ‘গতিধারা’
যুব সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলার সুযোগ

বর্তমান সময়ে রাজ্যের কর্মপ্রার্থী যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর এবং স্বাবলম্বী করার জন্য রাজ্য সরকার বহুমুখী ভাবনাচিন্তা করে চলেছে। রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানে স্বনিযুক্তির সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকায় তা বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকার ‘গতিধারা’ প্রকল্পের সূচনা করেছে। শ্রম দপ্তর এই গতিধারা প্রকল্পের সঞ্চালক সংস্থা। কর্মসংস্থান অধিকার রূপায়ণ এবং নজরদারি সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। প্রকল্পটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়েছে।

‘গতিধারা’ প্রকল্পের রূপরেখা

- রাজ্যের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় উদ্যোগী যুবক-যুবতীদের ছোট বা মাঝারি মাপের গাড়ি কেনার জন্য রাজ্য সরকার সহায়তা প্রদান করবে। প্রতি ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে সর্বাধিক দশ লক্ষ টাকা।
- প্রত্যেক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রকল্প-ব্যয়ের ৩০% রাজ্যে সরকার অনুদান রূপে মঞ্জুর করবে যা কখনই এক লক্ষ টাকার বেশী হবে না। প্রকল্প-ব্যয়ের ৫% আবেদনকারীকে প্রদান করতে হবে এবং বাকী ৬৫% অর্থ কোন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থা মেয়াদী ঋণ বা কার্যকরী মূলধন হিসাবে প্রদান করবে।
- রাজ্য সরকার পরিচালিত ‘এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক’-এ নথিভুক্ত সকল কর্মপ্রার্থী যুবক/যুবতীরা, যাঁদের পারিবারিক রোজগার মাসে পঁচিশ হাজার টাকার বেশী নয় এবং যাঁরা পরিবহণ ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানে ইচ্ছুক, তাঁরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। একই পরিবারের একজনের বেশি সদস্য এই প্রকল্পে অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।
- যে বছর তিনি ঋণ পাওয়ার জন্য আবেদন করছেন সেই বছরের ১লা এপ্রিল তারিখে তাঁর বয়স ২০-৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। এই বয়ঃসীমা তফশিলি জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে ৫ বছর এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতির ক্ষেত্রে ৩ বছর শিথিলযোগ্য।
- যে সব উদ্যোগী BSKP, USKP অথবা অন্যান্য প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়েছেন তাঁরাও এই প্রকল্পে আবেদনের যোগ্য হবেন যদি তাঁরা সমস্ত বকেয়া ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে থাকেন। যে সমস্ত ব্যক্তি ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পে বেকারত্ব সহায়তা পেয়েছেন, তাঁরাও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন।
- আবেদনকারীর নিজস্ব অথবা যে ড্রাইভারকে তিনি নিয়োজিত করবেন তাঁর বৈধ কমার্শিয়াল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। প্রয়োজন মতো আবেদনকারীদের নথি/কাগজপত্র পরিবহণ দপ্তর বা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ‘গতিধারা’ প্রকল্পের আবেদন পত্র এবং জ্ঞাতব্য বিষয় কর্ম সংস্থান অধিকারের কার্যালয় এবং নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট (www.employmentbankwb.gov.in) থেকে পাওয়া যাবে।
- আবেদনকারীরা প্রয়োজনীয় নথি সহ তাঁদের পূরণ করা আবেদন পত্র নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এবং কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রে সল্টলেক পূর্ত ভবনে অবস্থিত কলকাতা জেলার কর্মসংস্থান অধিকারের যুগ্ম-অধিকর্তার কার্যালয়ে জমা দেবেন।

কর্ম সংস্থান অধিকারের তথ্য অনুসারে ২০১৪-১৫ অর্থ বর্ষের ২৫ শে মার্চ অবধি গতিধারা প্রকল্পে ৩৬০৬টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে যার মধ্যে বাছাই কমিটি ২২৪২টি আবেদনপত্র সুপারিশ করেছেন। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে ২১৩৫টি আবেদনপত্র ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো হয়েছে যার মধ্যে ব্যাঙ্ক ১০৬টি প্রকল্প মঞ্জুর করেছে এবং ইতিমধ্যে ৭২ জন আবেদনকারীকে অর্থ বণ্টন করেছে।

পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সাথে খোলামেলা আলোচনায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ এবং শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ট্যাক্সি ও অটো চালকদের সাথে এক ‘Welfare Meet Together’ এ প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা ছিলেন রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন এবং যাত্রী প্রত্যাখান জনিত নানা কারণে ট্যাক্সি চালকদের জরিমানা অঙ্কের হার কমানোর নির্দেশ দেন। পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বর্তমানে প্রচলিত সুবিধার পরিবর্ধন করে তিনি ঘোষণা করেন যে তিরিশ টাকা দিয়ে একবারমাত্র শ্রম দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করলেই একাধিক সুবিধা মিলবে। উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি হলঃ

- তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশ লেস স্বাস্থ্যবীমা।
- দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত পারিবারিক স্বাস্থ্যবীমা।
- দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে পরিবার পাবে দুই লক্ষ টাকা।
- ষাট বছর বয়স হলে মাসিক দেড় হাজার টাকা পেনশন এবং শ্রমিকের মৃত্যু হলে মাসিক সাতশো পঞ্চাশ টাকা পারিবারিক পেনশন।
- শ্রমিকের নিজের বিয়ে অথবা মেয়ের বিয়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা।
- সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে সহায়তা অর্থ বৃদ্ধি করে ১০,০০০ টাকা।

পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এবং যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী আমানুল হক তাঁর দপ্তরের Memo No.514/WBTWSSS/Estt/6/2/12/2014-15, Dated 13.3.2015 দ্বারা অবগত করেছেন যে এই পরিবর্তিত সুবিধা ১.৩.২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। বাস, ট্যাক্সি, লাক্সারি ট্যাক্সি, ভ্যান, অটোরিকশা, টেম্পো, লরি, ট্রাক, ইত্যাদি গাড়িতে ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, খালাসী, ক্লীনার, টাইমকিপার, বা কোন পরিবহণ সংস্থায় লোডিং/আনলোডিং এর কাজে নিযুক্ত কর্মীরা এই প্রকল্পের আওতায় আছেন।

নদিয়া জেলাকে শিশু শ্রমিক মুক্ত করার অঙ্গীকার
কৃষ্ণনগর ‘শ্রমিক মেলা’র মোমবাতি মিছিলে সর্বসাধারণ

রাজ্যের মধ্যে নদিয়া জেলা ধারাবাহিক ভাবে শিশু শ্রম নিরসন করার উদ্যোগ বজায় রেখে চলেছে। ধুবুলিয়ায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি বার ও রেস্তোরাঁ থেকে গত ৪.২.২০১৫ চাইল্ড লাইনের সহযোগিতায় শ্রম দপ্তর বছর তেরোর এক শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করে এবং পরে তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে গত বছরের শেষ দিকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে নদিয়া জেলার রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর মহকুমা থেকে আইন বিরুদ্ধ ভাবে নিয়োজিত নয় জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করেছিল শ্রম দপ্তর।

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর ‘শ্রমিক মেলা’য় (২০-২২ জানুয়ারি) শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার মহাশয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যাতে বর্তমান বর্ষ সীমার মধ্যেই নদিয়া জেলা শিশু শ্রমিক মুক্ত হতে পারে। তিনি নিজেও এই বিশেষ অভিযানে সামিল হবেন বলে জানান। কৃষ্ণনগরের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী তানিয়া দত্ত জানালেন যে এই ভাবনার সূত্র ধরে সবাইকে সচেতন করার জন্য ‘শ্রমিক মেলা’র শেষদিন অপরাহ্নে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, মোমবাতি মিছিল এবং মিছিল শেষে মঞ্চ থেকে শপথবাক্য পাঠ করা হয়। কল্যাণীর উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী কিংশুক সরকারের উপস্থিতিতে শ্রম দপ্তরের সকল স্থানীয় আধিকারিক, আমন্ত্রিত অতিথিগণ এবং বহু সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। সকল স্তরের মানুষের দ্বারাই এই প্রয়াস অভিনন্দিত হয়েছিল।

শিশু শ্রমিক উদ্ধারে নজির গড়ল বর্ধমান জেলা
এক মাসে বর্ধমান, আসানসোল ও দুর্গাপুরে ১৬ জন শিশু শ্রমিক উদ্ধার

বিশেষ অভিযান চালিয়ে শ্রম দপ্তর গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বর্ধমান শহর থেকে ৮ জন, আসানসোল থেকে ৩ জন এবং দুর্গাপুর থেকে ৫ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করেছে। উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীপার্থপ্রতিম চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই তিন মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী শুভাগত গুপ্ত, শ্রীমতী সঙ্গীতা মুখার্জী ও শ্রী অঙ্কন চক্রবর্তী এবং বর্ধমান জেলার ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকদের সমন্বয়িত উদ্যোগে এই সাফল্য এসেছে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে শিশু কল্যাণ কমিটি ও চাইল্ড লাইন। প্রসিদ্ধ মিষ্টি বিক্রেতা, বিরিয়ানির দোকান, মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি ও মেরামতির দোকানে এই শিশুরা আইন বিরুদ্ধ ভাবে কর্মে নিযুক্ত ছিল। এই শিশুদেরকে তাদের পরিবারের কাছে ফেরানো হয়েছে।

দোষী নিয়োগকর্তাগণ ইতিমধ্যে জেলার শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন তথা কল্যাণ তহবিলে আশি হাজার টাকা জরিমানা জমা করেছেন।

বর্ধমান জেলায় শিশু শ্রমিক উদ্ধারের এই বিশেষ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

মাথায় শিরোপা, হাতে প্রজ্বলিত দীপ

নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টারে সেবার শপথ গ্রহণে শিক্ষার্থী পরিসেবিকাগণ

গত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টারে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী পরিসেবিকাদের ২৮তম শিরোপা প্রদান ও দীপ প্রজ্বলন এবং বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। সেবাকে যাঁরা জীবিকা রূপে গ্রহণ করতে মনস্থ করেছেন তাঁদের কাছে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শিরোপা ধারণের প্রতীকী অর্থ হল গভীর দায়িত্ববোধ, নম্রতা এবং নৈতিকতার সমন্বয়ে কর্তব্য পালন। প্রজ্বলিত দীপশিখার অর্থ হল অভিজ্ঞদের জ্ঞান এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা পরম্পরা ক্রমে নবীন উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যেন অনির্বাণ থাকে সেবার এই দীপশিখা।

মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের অধীক্ষক ডঃ ময়ূখ রায় অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে পরিসেবিকাদের মূল্যবান ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। মাননীয় শ্রম সচিব শ্রী অমল রায় চৌধুরী বলেন যে রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় পরিসেবিকাদের সংখ্যা কম হওয়ায় এই পেশায় যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ই এস আই হাসপাতাল সমূহের আঞ্চলিক অধিকর্তা মাননীয় শ্রী অরুণ পাণ্ডে, পশ্চিমবঙ্গ ই এস আই (এম বি) প্রকল্পের অধিকর্তা মাননীয় শ্রী মৃগাঙ্ক শেখর কর এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা অর্জনে কৃতিত্ব এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কৃতী ছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন সম্মানীয় অতিথিগণ।

বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করে অধ্যক্ষ শ্রীমতী রুমা মণ্ডল জানালেন যে নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টারে সাড়ে তিন বছরের GNM (General Nursing and Midwifery) নার্সিং পাঠ্যক্রমে বর্তমানে ৪০টি আসন আছে। এখানে ছাত্রীদের সাফল্যের হার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এই সেন্টারে বর্তমানে ১১ জন শিক্ষিকা ও ৬ জন অশিক্ষক কর্মচারী কর্মরত আছেন। ভবিষ্যতে এই পাঠ্যক্রমকে B.Sc. (Nursing) কোর্সে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বয়লার অধিকারের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুটি নতুন পাঠ্যক্রমের বর্ষপূর্তি

বয়লার অধিকারের পরিচালনায় তারাতলা টেস্টিং ল্যাবেরটরিতে গত ১২-১৩ মার্চ ২০১৫ বয়লার অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার ও বয়লার অ্যাটেনডেন্ট পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব কর্মশালা, ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সফল শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান এবং নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রম সচিব শ্রী অমল রায় চৌধুরী। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উত্তীর্ণ ছাত্রদের শংসাপত্র প্রদান করেন। তিনি আসন সংখ্যা ষাট থেকে বৃদ্ধি করে একশো করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তুতিপর্ব কর্মশালায় সতেরো জন বয়লার অপারেশন ইঞ্জিনীয়ার এবং সাতচল্লিশ জন বয়লার অ্যাটেনডেন্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তারাতলা ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় ন্যূনতম খরচে গত ৮.২.২০১৪ হতে দুটি নতুন এবং সময়োপযোগী পাঠ্যক্রম শুরু হয়েছে যা নীচে বর্ণিত হল। প্রথম বছরেই পাঠ্যক্রমের শেষে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ২৮ জন ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে নিয়োগ পত্র পেয়েছে। বাকিদেরও নিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

Boiler Quality High Pressure Welder: ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ ক্লাস এইট পাস। ন্যূনতম বয়স ঃ ১৮ বছর। পাঠ্যক্রমের খরচঃ ৭০০০ টাকা। পাঠ্যক্রমের মেয়াদ ঃ এক বছর। আসন সংখ্যা ঃ ৩০

Advanced Boiler Quality High Pressure Welder: ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ ক্লাস ট্রেন পাস অথবা ITI পাস। ন্যূনতম বয়স ঃ ১৮ বছর। পাঠ্যক্রমের খরচঃ ৯০০০ টাকা। পাঠ্যক্রমের মেয়াদ ঃ এক বছর। আসন সংখ্যা ঃ ৩০

জাতীয় সুরক্ষা দিবস পালন

আলোচনা সভা * প্রদর্শনী * ট্যাবলো পরিক্রমা

গত ৪ মার্চ, ২০১৫ রাজ্য শ্রম দপ্তর, জাতীয় সুরক্ষা পরিষদের কলকাতা শাখা এবং কারখানা অধিকারের পরিচালনায় কলকাতার রবীন্দ্র সদনে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল ৪৪তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস। শ্রমিক, পরিচালকবর্গ, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারী আধিকারিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার জন উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব দেন। মাননীয় শ্রম সচিব শ্রী অমল রায় চৌধুরী, মাননীয় অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল, জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ, কলকাতা শাখার সভাপতি মাননীয় শ্রী গৌতম রায় এবং জাতীয় সুরক্ষা পরিষদের আধিকারিকগণ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন।

সুরক্ষা দিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে দুর্ঘটনাপ্রবণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি সম্পন্ন কারখানার নিরাপত্তা এবং কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রম দপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ও এই প্রদর্শনীতে প্রচারিত হয়েছিল। সুরক্ষা দিবস পালনের উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে পরিক্রমণ করেছিল। এই ট্যাবলো পরিক্রমার সূচনা করেছিলেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়।

এবার সাস্‌পফাউ প্রকল্পের আওতায় কলকাতার হকার ভাই বোনেরা

শীঘ্রই কেন্দুপাতা সংগ্রহকারীদের অসংগঠিত শ্রমিক রূপে স্বীকৃতি

সারা দেশের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যেখানে ভেন্ডার বা হকারদের আইনি স্বীকৃতি এবং নথিভুক্তির প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে। গত ১৩ই মার্চ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক সভায় রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া এই ঘোষণা করে বলেন যে হকারেরা গরীব, ব্যবসা করলেও তাদের বৈধ কিছুই ছিলনা। সরকার ওঁদের বৈধ লাইসেন্স দেবে। মডেল স্টল নির্মাণে রাজ্য সরকার পঞ্চাশ শতাংশ অনুদান দেবে। তাঁরা অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্য নিধি প্রকল্পের আওতায় বীমা সুরক্ষা লাভের অধিকারী হবেন। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য এককালীন তিরিশ টাকার বিনিময়ে শ্রম দপ্তরে তাঁদের নথিভুক্ত হতে হবে। বিশদ জানতে ১৮০০ ৩৪৫ ৩৩৭৫ (নিঃশুল্ক), ২২২৬ ৯৯০৯, ২২৮৬ ১২১২ নম্বরে ফোন অথবা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট www.kmchawkerbandhu.com দেখতে হবে। হকারীকে আইনগত অধিকার দেওয়ার কিছু পূর্ব শর্ত আরোপিত হয়েছে। কোনও দোকান বা বাড়ির প্রবেশ পথ অধিকার করা বা যান চলাচলের রাস্তা কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। ফুটপাথে পথচারীদের সহজভাবে চলাচলের জন্য জায়গা খালি রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত ২৬.০২.২০১৫ বিধানসভায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে কেন্দুপাতা তোলার কাজে নিয়োজিত প্রায় পঁচিশ হাজার আদিবাসী মহিলাকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন। নিজস্ব পেশায় রেখেই তাঁদের সার্বিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে এই সামাজিক প্রকল্পের আওতায় তাঁদেরকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হল শ্রমিক মেলা ২০১৫

সামাজিক সুরক্ষা মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে 'শ্রমিক মেলা' শুরু হয়েছিল গত ৮ই জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে। তারপর মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, পুরুলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় অর্থাৎ রাজ্য মানচিত্রের চতুর্দিকে একুশটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু ছুঁয়ে কলকাতায় ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় এই পর্যায়ের শেষ 'শ্রমিক মেলা' যার শুভ সূচনা করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজের অসংগঠিত স্তরে অবস্থানরত সমস্ত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের শ্রম দপ্তর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তারই অন্যতম হল 'শ্রমিক মেলা'র আয়োজন করা। রাজ্যে ঊনপঞ্চাশ ধরনের জীবিকা ও বারো ধরনের স্বনিযুক্তি পেশায় নিয়োজিত অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা এখনো শ্রম দপ্তর পরিচালিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নথিভুক্তি হননি।

তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে তাঁদেরকে অবগত করে নাম নথিভুক্ত করা এবং ইতিমধ্যে নথিভুক্ত শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রকল্পের প্রাপ্য সহায়তা প্রদান ছিল 'শ্রমিক মেলা' আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আইনি পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় সবার মনোরঞ্জনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল বাইশটি 'শ্রমিক মেলা'তেই। আড়ম্বর নয়, আন্তরিকতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল বিচিত্রানুষ্ঠানের ডালি।

শ্রম দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীগণ বিভিন্ন মেলার উদ্বোধন করেছেন। উপস্থিত থেকেছেন মাননীয় শ্রম সচিব শ্রী অমল রায় চৌধুরী, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার এবং শ্রম দপ্তরের উচ্চ পদস্থ ও স্থানীয় আধিকারিকগণ।

মহকুমা স্তরে শ্রমিক মেলার সমান্তরাল প্রয়াস
শ্রমিক সচেতনতা ও সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা প্রদান শিবির

সামাজিক সুরক্ষা মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস ব্যাপী বিভিন্ন জেলায় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে 'শ্রমিক মেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে একই উদ্দেশ্যে রাজ্যের মহকুমা স্তরেও শ্রমিক সচেতনতা ও সুবিধা প্রদানের জন্য শিবির পরিচালিত হয়েছে।

কলকাতা (দক্ষিণ) ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভারপ্রাপ্ত উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী দেবাশিস দাশগুপ্ত এবং ক্যানিং, বারুইপুর ও কাকদ্বীপের আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ের আধিকারিকদের অগ্রণী ভূমিকা ও পরিকল্পনায় ক্যানিং মহকুমায় গত ৩০শে জানুয়ারি, বারুইপুর মহকুমায় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী এবং কাকদ্বীপ মহকুমায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সাফল্যের সাথে সচেতনতা শিবির পরিচালিত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই তিন শিবিরে প্রধান অতিথির স্থান অলঙ্কৃত করেছিলেন যথাক্রমে মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীজাভেদ আখতার, রাজ্য বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়।

সহ শ্রম মহাধ্যক্ষের কার্যালয়, রানাঘাট-এর উদ্যোগে গত ১১ই মার্চ একই দিনে শান্তিপুর ও রানাঘাটে অনুষ্ঠিত হল অসংগঠিত শ্রমিকদের বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান। এই দুই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথির স্থান অলঙ্কৃত করেছিলেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেছিলেন যথাক্রমে মাননীয় বিধায়ক ও শান্তিপুর পৌরসভার সভাপতি শ্রী অজয় দে এবং মাননীয় বিধায়ক ও রানাঘাট পৌরসভার সভাপতি শ্রী পার্থসারথি চ্যাটার্জী মহাশয়।

রানাঘাটের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী বিতান দে জানালেন যে শান্তিপুর শিবিরে সাস্‌পফাউ প্রকল্পে নথিভুক্ত চারজন শ্রমিকের মৃত্যুজনিত কারণে সহায়তা বাবদ দু লক্ষ টাকা এবং ৫০০০ জন শ্রমিককে নতুন পাশবই বিতরণ করা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত ৯১০১ জন শ্রমিককে প্রাপ্য সহায়তা বাবদ ২,৩৩,৮৯,৫৫০ টাকা এবং পরিবহণ শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রকল্পে ৮৪ জন শ্রমিককে ৩,৭১,০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ঐ দিনের রানাঘাট শিবিরে নির্মাণ শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রকল্পে ২৫০০ পাসবই বিতরণ ও প্রকল্পে নথিভুক্ত ৩৮২৫ জন শ্রমিককে তাঁদের প্রাপ্য সহায়তা বাবদ ৮৪,৪৭,৪১০ টাকা, সাস্‌পফাউ প্রকল্পের ৫০০টি নতুন পাসবই বিতরণ ও নথিভুক্ত তিনজন শ্রমিকের মৃত্যুজনিত কারণে সহায়তা বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা এবং এক জন নথিভুক্ত পরিবহণ শ্রমিকের মৃত্যু জনিত কারণে সহায়তা বাবদ ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নানা মুহূর্ত শ্রমিক মেলা ২০১৫

শিলিগুড়ি

ডায়মন্ড হারবার

এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত সেমিনার ও কর্মশালা
সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ● নারীর ক্ষমতায়ন

কলকাতায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঃ ভি ভি গিরি জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান, নয়ডা এবং রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের যৌথ পরিচালনায় গত ১০-১২ ফেব্রুয়ারী কলকাতার রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানে 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা' বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সূচনা করেন রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রীমতী রীনা টারগেন এবং জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কার্যক্রম সঞ্চালক এবং অধ্যাপিকা ডঃ রুমা ঘোষ। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের একুশজন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় শ্রমিক শিক্ষা পর্ষদের আঞ্চলিক অধিকর্তা শ্রী এস কে রায়, শ্রম কমিশনারেটের অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল, পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ও যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আমানুল হক এই কর্মশালায় মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদে মহিলা শ্রমিকদের জন্য সচেতনতা শিবির ঃ গত ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী এবং ৯-১০ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে বিড়ি, দর্জি শিল্প, তাঁত শিল্প সহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের শ্রম আইন ও ভবিষ্য নিধি প্রকল্প বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে শিবির পরিচালিত হয়েছিল। রঘুনাথগঞ্জ ১ এবং ২ এর মাননীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মাননীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিদর্শক, জঙ্গীপুর আদালতের মাননীয় অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটার এবং জঙ্গীপুরের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী শ্যামা প্রসাদ কুণ্ডু এই শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

বাঁকুড়ায় মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে সচেতনতা শিবির ঃ বাঁকুড়া আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ের পরিচালনায় গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী জেলা গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রে মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত এক সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) মাননীয়া শ্রীমতী অদিতি দাশগুপ্ত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন পেশা ও স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা শ্রমিক এই সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওপর আলোকপাত করেছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রমিক শিক্ষা বোর্ডের বরিষ্ঠ আধিকারিক মাননীয় শ্রী সৌমেন্দ্র নাথ রায়। এছাড়া বিভিন্ন শ্রম আইনে মহিলাদের জন্য নির্দেশিত সুবিধা ও অধিকার, বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা, ডাইনিপ্রথা ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির কুফল, গার্হস্থ্য হিংসা (প্রতিরোধ) আইন এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ) আইন সম্পর্কে উপস্থিত মহিলা শ্রমিকদের অবহিত করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহশ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী সুমন্ত শেখর রায়।

বীরপাড়ায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে কর্মশালা ঃ আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৯-২০ মার্চ মহিলা শ্রমিকদের জন্য 'মহিলাদের ক্ষমতায়ন' বিষয়ে এক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল। শ্রম কমিশনারেটের অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী আজিজ রসুল, জলপাইগুড়ির উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী শ্যামল দত্ত, জলপাইগুড়ি, বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ারের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আর্থার হোরো, শ্রী রাজু দত্ত ও শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জী এবং বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ এই কর্মশালার আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন।

কলকাতায় নারীর ক্ষমতায়ন ও শ্রম আইন বিষয়ে কর্মশালা ঃ কলকাতায় মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টারে শ্রম কমিশনারেট ও রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ২৩.৩.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় আশা প্রকাশ করেন যাতে শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র ও সমাজ জীবনে সর্বতোভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হতে পারে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে নারীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং কল্যাণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে বা প্রচলিত আইনে সংশোধনী আনা হচ্ছে যার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের স্বয়ম্ভর হতে সাহায্য করা। রাজ্যের সর্বত্র শ্রমিক কল্যাণ আইনে নারীদের জন্য বিশেষ সংস্থানের প্রয়োগ যাতে আশানুরূপ হতে পারে সেজন্য এই কর্মশালায় মূল্যবান আলোচনা হয়েছে।

এই কর্মশালার শেষ পর্যায়ে সমগ্র আলোচনার সারসংক্ষেপ পেশ করে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয়া শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া।

শ্রমিক-সাথী সহায়তা নম্বর (হেল্প লাইন) ১৮০০১০৩০০০৯

শ্রমজীবী মানুষের আইনসিদ্ধ ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রচারিত, আইনানুগ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক - অধিকর্তা, এস এল আই কর্তৃক পি-থ্রি, সি আই টি স্কীম, সেভেন-এম, মানিকতলা মেইন রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

সম্পাদক - অধিকর্তা, এস এল আই